‘কৃষকের জন্য যাত্রা’ শীর্ষক পরিদর্শন প্রতিবেদনের ওপর আলোচনা সভা

গভর্নর মহোদয়ের বক্তব্য

ড. আতিউর রহমান
গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

তারিখ ঃ ০২/০২/২০১০
সময় ঃ অপরাহ্ন ০৪ঃ০০ ঘটিকা
স্থান ঃ বিবিটিএ, ঢাকা ।

গত নভেম্বর মাসের শেষার্ধে ‘কৃষকের জন্য যাত্রা’ (A journey towards farmers) শীর্ষক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী যে ৭৮ জন তরুণ, উদ্যোমী কর্মকর্তা ৩৫টি দলে বিভক্ত হয়ে দেশের প্রত্যন্ত গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে কৃষি, এসএমই ও বৈদেশিক রেমিট্যান্সের ওপর indepth চিত্র তুলে এনেছো তার জন্যে প্রথমেই তোমাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি । তোমাদের দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ আমি দেখেছি । এছাড়া, ০৫টি গ্রুপে বিভক্ত তোমাদের প্রেজেন্টেশনও দেখলাম । আমরা যেমনটি চেয়েছিলাম ঠিক তেমন মানের না হলেও তোমরা যে এ ব্যাপারে বেশ পরিশ্রম করে রিপোর্টগুলো তৈরি করেছো তা দেখলেই বোঝা যায় ।

০২। তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে, ‘কৃষকের জন্য যাত্রা’ কর্মসূচি উদ্বোধনকালে আমি বলেছিলাম স্বল্প সময়ের জন্যে হলেও গ্রামের দিকে তোমাদের এ অভিযাত্রা একদিকে যেমন কৃষকের সুখ-দুঃখ জানতে আমাদের সাহায্য করবে, অন্যদিকে তাদের প্রতি তোমাদের ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতাও বাড়াবে । এছাড়া, চাকুরি জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে তোমাদের এ অভিযাত্রার সুফল তোমরা পাবে । কেননা, এর ফলে তোমাদের মন-মানসিকতার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে । কারণ, মনের পরিবর্তনই হলো উন্নয়ন । তাই স্বদেশের উন্নয়নের প্রয়োজনে তোমাদের এই সফর ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ।

০৩। তোমরা নিশ্চয় জানো আর্থিক সেবার পরিসরে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি (financial inclusion) প্রশস্ততর করার লক্ষ্যে আমি আমার কয়েকজন সহকর্মীসহ কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের (এসএমই) উন্নয়নে দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়েছি । আমি খুব কাছে থেকে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের সমস্যাদি বোঝার চেষ্টা করেছি । উন্নয়নের জন্যে ঠিক কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আমরা সফলকাম হতে পারবো তা জানার চেষ্টা করেছি । এ সব সফরের সময়ে আমি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে সাধারণ জনগণের ব্যাপক প্রত্যাশার বিষয়ে অবগত হয়েছি । ফলে, কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে আরো নিবিড় তদারকি কিভাবে বাড়ানো যায় সে বিষয়ে যেমন ভাবছি ঠিক তেমনিভাবে খুব শিগগিরই এসএমই এর জন্যে একটি বিশদ কর্মসূচি গ্রহণ করতে যাচ্ছি ।

০৪। সততা, স্বচ্ছতা, নিষ্ঠা ও গভীর মনোনিবেশ সহকারে কাজ করলে তার সুফল যে পাওয়া যায় সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত । তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো চলতি অর্থ বছরের প্রথম ছয় মাসে কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার ৪৭ শতাংশ অর্জিত হয়েছে । আর বছর শেষে শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা যেন অর্জিত হয় সে বিষয়ে আমার সহকর্মীদের আরো গভীর নিষ্ঠা সহকারে কাজ করার অনুরোধ করছি ।

চলমান পাতা/২

০৫। এ কথা অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে হলে কৃষিখাতের উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই । তবে, কৃষিখাতের উন্নয়নের জন্যে আমাদের অনেক সমস্যাও মোকাবেলা করতে হচ্ছে । আমাদের দেশের কৃষিজাত পণ্যের গড় উৎপাদন অন্যান্য দেশের তুলনায় কম । অথচ এদেশে কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে । এ সুযোগ কাজে লাগানো বাংলাদেশ কৃষি খাতের জন্য অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ । বাংলাদেশে কৃষির জন্যে আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে-বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন । দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের আইলা ও সিডর বিধ্বস্ত এলাকার জনগণের দুঃখ দুর্দশার চিত্র না দেখলে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে না । এ সব সমস্যাকে জয় করতে হলে আমাদের সবার সম্মিলিত প্রয়াসের কোন বিকল্প নেই । এ জন্যে তোমরা তোমাদের রিপোর্টে যে সমস্ত সমস্যা চিহ্নিত করেছো তা একীভূত করে আমরা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা/মন্ত্রণালয়ে পাঠাবো ।

০৬। জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়াসে আমরা নিরন্তর কাজ করে যেতে চাই । নিশ্চয় তোমরা লক্ষ্য করেছো এ জন্যে প্রায় প্রতিদিনই আমরা কিছু না কিছু নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করছি । তোমরা শুনেছো যে, সাম্প্রতিককালে উন্নয়ন কর্মকান্ডে কৃষকের যথাযথ অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সর্বোত্তম ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিতকরণ বিশেষ করে কৃষি কর্মকান্ডে সরকারি সহায়তার অংশ হিসেবে সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন ভর্তুকি ব্যাংকের মাধ্যমে সহজে প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে নগদ মাত্র ১০/- টাকা জমা গ্রহণপূর্বক কৃষকের ব্যাংক হিসাব খোলার জন্যে আমরা ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছি । এ নির্দেশ পরিপালন করার জন্যে গতকাল প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোতে চিঠি আকারে নতুন একটি নির্দেশনা জারি করা হয়েছে । এ সমস্ত পদক্ষেপের ফলাফল নিশ্চয় সুদূরপ্রসারী হবে বলে আমার বিশ্বাস ।

০৭। দেশের অবশিষ্ট জেলাগুলোতে কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিকে তোমাদেরকে নিয়ে 'কৃষকের জন্য যাত্রা' কর্মসূচির ন্যায় অন্য কোন কর্মসূচি গ্রহণ করা যায় কিনা তা আমরা চিন্তা করছি । অচিরেই তোমাদের এ বিষয়ে অবহিত করা হবে ।

০৮। পরিশেষে, আমাদের যে সমস্ত সহকর্মী অক্লান্ত পরিশ্রম করে তোমাদের জন্যে গাইডলাইন তৈরি করেছিলেন এবং প্রশাসনের সহযোগিতায় তোমাদের সফরসূচি প্রণয়ন করেছিলেন আমি তাদের সকলকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি । একাডেমী কর্তৃপক্ষও তোমাদের সফরের জন্যে যে অপরিসীম সহযোগিতা করেছেন তাদের জন্যেও রইল আমার শুভেচ্ছা । গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ আজকের এ কর্মসূচিতে যে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তাও অতুলনীয় । তোমাদের মত নবীন কর্মকর্তাদের জ্ঞান, মেধা ও যোগ্যতার প্রতি রয়েছে আমার অপরিসীম বিশ্বাস । মাতৃভাষার জন্যে জীবন দেয়ার এ মাসে দেশের জন্যে সাধ্যমত তোমরা সবকিছুই করবে এ প্রত্যাশা রেখে শেষ করছি ।

***